বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ইইএফ ইউনিট

ইইএফ সার্কুলার নং-৮

তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর, ২০০২ ইং / ০৮ পৌষ, ১৪০৯ বাং

সকল তফসিলী ব্যাংক
ও
সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়গণ,

এক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যান্যারশীপ ফান্ড (ইইএফ) ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৪শে জুন, ২০০২ইং তারিখের সার্কুলার নং-০৬ ও ২১শে অক্টোবর, ২০০২ ইং তারিখের সার্কুলার নং-০৭ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে । ইইএফ এর গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী সহজভাবে নিম্নে পুনরোল্লেখ করা হলো ঃ

০২. **ইইএফ এর উদ্দেশ্য ঃ**

সফ্টওয়্যার শিল্প এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ভিত্তিক (প্রচলিত বা সনাতনী উপখাত, যেমন-চাল/আটা/ময়দার কল, মাছ ধরার ট্রলার, আলুর হিমাগার ইত্যাদি ব্যতিরেকে) শিল্প খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা ।

০৩. **ইইএফ সমমূলধন সহায়তার প্রকৃতি ও পরিমান ঃ**

ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করা হলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১/৩ অংশের বেশী ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হবে না । এক্ষেত্রে এক্যুইটির ৪৯% অধবা প্রকল্প ব্যয়ের ১/৩ অংশের মধ্যে যেটি কম তা ইইএফ সহায়তা হিসাবে দেয়া হবে । ঋণ গ্রহণ করা না হলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৪৯% পর্যন্ত ইইএফ সহায়তা দেয়া হবে ।

০৪. **যে সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইইএফ সমমূলধন সহায়তা প্রদান করা হবে ঃ**

বাংলাদেশে তফসিলীভুক্ত সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ।

০৫. **ইইএফ সমমূলধন সহায়তা প্রাপ্তির উপযুক্ততার মাপকাঠি বা নিয়মাবলী ঃ**

১. প্রকল্পটি নূতন এবং বর্ণিত খাতদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে ।

২. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় নিবন্ধনকৃত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হতে হবে । প্রতিষ্ঠিত পুরাতন কোম্পানী একটি সাবসিডিয়ারী নূতন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী গঠন করে তার মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে । তবে ০১ জানুযায়ী, ১৯৯৭ তারিখ বা তার পরে নিবন্ধনকৃত সফ্টওয়্যার কোম্পানীকে নূতন কোম্পানী হিসেবে গন্য করা হবে ।

৩. প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মোট প্রকল্প ব্যয় (নীট চলতি মূলধনসহ) সফ্টওয়্যার শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১.০০ (এক) কোটি টাকা হতে হবে ।

৪. যে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ ইইএফ হতে এক্যুইটি সহয়তা গ্রহণের সাধে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে মেয়াদী ঋণ এবং/অধবা চলতি মূলধন ঋণ নিতে চান সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে । আর যে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ইইএফ সহায়তা গ্রহণ করতে চান সে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকে

আবেদনপত্র জমা করতে হবে ।

০৬. **ইইএফ ইউনিট (বাংলাদেশ ব্যাংক), সহযোগিতাকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা কোম্পানীর পরিপালনীয় নিয়মাবলী বা বিষয়াবলী ঃ**

০১. বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করার পর কোম্পানীকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক' নামে সমপরিমান অঙ্কের শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে ।

০২. ইইএফ সহায়তার উপর প্রাপ্ত লভ্যাংশের ২৫% সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অবশিষ্ট ৭৫% ইইএফ ইউনিট প্রাপ্য হবে । তবে ব্যবসায় ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উক্ত ক্ষতির ভার বহন করতে হবে না ।

০৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের নামে ইস্যুকৃত কোম্পানীর শেয়ারসমূহ ইইএফ সহায়তার ১ম বিতরণের তারিখ হতে ৮ (আট) বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক ক্রয় করে ফেরৎ (buy-back) নিতে হবে । প্রথম ৩ বৎসর শেয়ারের অভিহিত মূল্যে শেয়ার ফেরৎ নেয়া যাবে । পরবর্তীতে বাজার মূল্যে শেয়ার ক্রয় করে ফেরৎ নিতে হবে ।

০৭. বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়,২য় সংলগ্নী ভবন,২৫ তলা,ধাকা। ফোনঃ ৭১২৬১০১-২০/৩১২৫,৩১২৬ ও ৩১৪০ । পিএবিএক্স নম্বরঃ ৭১২৫৮৫০-৭৯, ৭১২৬২৮০-৯৫ । ওয়েবসাইটঃ www.bangladesh-bank.org ।

আপনার বিশ্বস্ত,

(এ,টি,এম,ফজলে রব)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২৬১০১-২০/৩১২৬